বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধদের জ্ঞানাতিরিক্ত বাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব খণ্ডনে যুক্তি ও অন্যান্য বৌদ্ধ কর্তৃক তা খণ্ডন।

বিভিন্ন দার্শনিক সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে ভগবান গৌতম বুদ্ধের নীরবতা তাঁর শিষ্যদের বিভিন্নভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। তাঁরা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ঐ সকল সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করেছিলেন। এর মধ্যে যে সমস্যার সমাধানে যোগাচার বিজ্ঞানবাদের আবির্ভাব ঘটেছিল তা হল - বাহ্য বা আন্তর কোন পারমার্থিক সত্তা আছে কি নেই। যোগাচার বিজ্ঞানবাদীদের মতে, 'বিজ্ঞানই একমাত্র পারমার্থিক বস্তু'। বাহ্য বিষয়ের কোন সত্তা বা অস্তিত্ব নেই। উক্ত সিদ্ধান্তের প্রতিপাদন করতে গিয়ে যোগাচার দার্শনিকদের নানা তথ্য ও যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করতে হয়েছে, জ্ঞানাতিরিক্ত(বিজ্ঞানাতিরিক্ত) বাহ্য সৎরূপে যা প্রতীত হয় তা বস্তুত বিজ্ঞান অর্থাৎ জ্ঞানেরই আকার এবং বিজ্ঞানের অতিরিক্ত বাহ্যবস্তু অসৎ।

যোগাচার দার্শনিকগণ স্বমৎ স্থাপন ও পরমত খণ্ডনের জন্য বিভিন্ন যুক্তি ও তথ্য উপস্থাপন করেছেন। এগুলি নিম্নরূপভাবে আলোচনা করা যেতে পারে।

১) যোগাচারবাদীগণ বলেন, আমরা সবাই স্বপ্ন দেখি। স্বপ্নাবস্থায় বাহ্যবস্তু ব্যতিরেকে বস্তুর চেতনা বা অনুভূতির উৎপত্তি হয় এবং স্বপ্নবস্থায় আমরা সেরূপ ভাবেই ব্যবহার করে থাকি। অথচ জাগ্রত অবস্থায় বুঝতে পারি স্বপ্নে পাওয়া বিষয়ের কোনটিই বাহ্য সৎ বস্তু নয়। সবই জ্ঞনাকার বা প্রত্যয়মাত্র। তাঁরা আরও বলেন, স্বপ্ন জ্ঞানই প্রমাণ করে যে, বাহ্য বস্তুর সত্তা না থাকলেও জ্ঞানের আকারই জ্ঞানের বিষয়রূপে প্রতীত হতে পারে।

যোগাচার দার্শনিকগণ জাগরণ ও স্বপ্নাবস্থার মধ্যে কোন পার্থক্য স্বীকার করেন না। তাঁরা বলেন, ব্যবহারিক দিক থেকে এই পার্থক্য স্বীকার করলেও পারমার্থিক দিক থেকে জাগরণ ও স্বপ্ন এমন কি সকল অবস্থায় অনুভূত যে-কোন বিষয়ই জ্ঞানের আকারমাত্র। 'শুদ্ধ বিজ্ঞান' (আলয় বিজ্ঞান) রূপ তত্ত্বের জ্ঞান হলেই, সকল অনুভূত বিষয়েরই জ্ঞান কারকতা উপলব্ধ হয়। তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা অবিদ্যা দূর হলে, এই উপলব্ধি সম্ভব। যোগাচার বিজ্ঞানবাদীগণ স্বপ্নের দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেন, প্রত্যক্ষ, স্মৃতি এমনকি অন্য কোন প্রমাণও বাহ্য সৎ বস্তুর সাধন করতে পারে না। তাঁরা বলেন, জাগ্রত অবস্থায় তিমির রোগীর দ্বি-চন্দ্রের প্রত্যক্ষ, আমাদের রজ্জুতে সর্পভ্রম ইত্যাদি প্রমাণ করে যে, যা জ্ঞানেরই আকার, তা জ্ঞানের বিষয়রূপে এবং জ্ঞানাতিরিক্ত বাহ্যবস্তুরূপেও প্রতীত হতে পারে।

২) যোগাচার বিজ্ঞানবাদীদের মতে, আমাদের সকলেরই স্ব-সংবেদন বা আত্মজ্ঞান (self-knowledge) হয়। এই আত্মজ্ঞানের আকার হল, ‘আমি জানি যে আমি জানি’। আত্মজ্ঞানে জ্ঞান যেমন নিজেকে নিজে জানে, তেমনই ঘট, পট, প্রভৃতি জ্ঞানেও জ্ঞান নিজেকেই জানে। জ্ঞানের বিষয় জ্ঞানেরই আকার - অর্থাৎ জ্ঞানসৃষ্ট। যা জ্ঞানসৃষ্ট তা জ্ঞানের সঙ্গে অভিন্ন। এভাবেই তাঁরা ঘট, পট প্রভৃতি ব্যবহারিক বস্তুকেই জ্ঞানের আকার বলেন অর্থাৎ তাঁরা বলতে চান, ঘটজ্ঞান ও ঘটজ্ঞানের বিষয় যে ঘট তারা অভিন্ন।

৩) জ্ঞান ও জ্ঞানের বিষয় নিত্য সম্বন্ধযুক্ত বলে, এদের একই সঙ্গে উপলব্ধ হয়। এই নিয়মকে ‘সহোপলম্ভ নিয়ম’ বলে। যে পদার্থ সমূহ স্বরূপতঃ অভিন্ন তাদেরই ব্যতিক্রমহীন সহোপলম্ভ সম্ভব। আর জ্ঞান ও বিষয়ের এই সহোপলম্ভ নিয়ম, বিষয়কে জ্ঞানেরই আকার বলে প্রমাণ করে। তাই জ্ঞানাতিরিক্ত বাহ্য সত্তার আলাদা কোন অস্তিত্ব স্বীকারের প্রয়োজনীয়তা নেই।

৪) যোগাচারবাদীগণ বলেন, যদি বাহ্যবস্তুর জ্ঞানাতিরিক্ত সত্তা থাকে তবে তার একটি জ্ঞান নিরপেক্ষ অভিন্ন স্বরূপ থাকত। ফলে, সকল জ্ঞাতার জ্ঞানে, একটি বিষয় অভিন্নভাবেই অনুভূত হত। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় বিভিন্ন জ্ঞাতার কাছে, এমনকি একই জ্ঞাতার কাছে, বিভিন্ন দেশে ও কালে, একই বিষয় বিভিন্ন আকারে প্রতীত হয়। এতে নিশ্চয়ই জ্ঞানবিষয়ের জ্ঞানাতিরিক্ত সত্তা প্রমাণিত হয় না।

৫) যোগাচারবাদীগণ বলেন, বৈভাষিকদের বক্তব্য অনুযায়ী, বাহ্যবস্তুর স্বাধীন স্বনির্ভর অস্তিত্ব স্বীকার করলে, তা হয় পরমাণু হবে, না হয় পরমাণুর সমষ্টি হবে। কিন্তু কোন দ্রব্য পরমাণুর সমষ্টি হলে তা 'এক' রূপে উপলব্ধ হওয়ার কথা নয়। কিন্তু জ্ঞানে দ্রব্যকে 'এক' রূপেই উপলব্ধ হতে দেখা যায়। আবার সাবয়ব বস্তুর চরম বা পরম উপাদান পরমাণু হলে তার প্রত্যক্ষণ সম্ভব নয়। যেহেতু প্রত্যেক পরমাণু সূক্ষ্ম ও নিরবয়ব, তাই তা প্রত্যক্ষের অযোগ্য। যোগাচারবাদীগণ আরো বলেন, 'পরমাণু সমষ্টি' কথাটি অসিদ্ধ। কারণ মধ্যস্থিত কোন একটি পরমাণুতে পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, উর্দ্ধ ও অধঃ - এই ছয়টি দিকে একসঙ্গে ছয়টি পরমাণুর সংযোগ ঘটলে একটি সাবয়ব বস্তু উৎপন্ন হয়। তাহলে পরমাণুর ছয়টি দিক স্বীকার করতে হচ্ছে। এর ফলে পরমাণুর নিরবয়বত্বের হানি ঘটে। আবার পরমাণু সাবয়ব হলে, তা অনিত্য হবে। ফলে পরমাণুর নিত্যত্বের হানি ঘটবে। যোগাচারবাদীদের এতসব বক্তব্যের মূল উদ্দেশ্যই হল, বৈভাষিক কথিত জ্ঞানাতিরিক্ত বাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব নেই - এটাই প্রমাণ করা।

৬) যোগাচার বিজ্ঞানবাদীদের মতে, বাহ্য সত্তার অস্তিত্ব কোন ভাবেই প্রমাণ করা যায় না। কারণ বাহ্য সত্তা যে জ্ঞান থেকে ভিন্ন তা প্রমাণ করা যায় না। তাছাড়া স্বরূপতঃ সম্পূর্ণ ভিন্ন পদার্থের মধ্যে কখনো কোন সম্বন্ধ ঘটতে পারে না। কিন্তু জ্ঞান ও বিষয় সম্বদ্ধবদ্ধ হওয়ার ফলে আমাদের যে বিষয়ের জ্ঞান উৎপন্ন হয়, একথাতো অস্বীকার করা যায় না। আর এটাই প্রমাণ করে যে জ্ঞানের মত, বিষয়ও আন্তর। অর্থাৎ বিষয় ও জ্ঞান স্বরূপতঃ অভিন্ন।

৭) আমাদের অতীত ও অনাগত বিষয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ জ্ঞান হয়ে থাকে। কিন্তু বাহ্য সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করলে বর্তমান কালীন জ্ঞান কিভাবে অতীত ও অনাগত বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে তার কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। কারণ যারা সমকালীন কেবল তারাই সম্বন্ধবদ্ধ হতে পারে। তবে যোগাচারগণ বলেন যে, এ সমস্যার সমাধান তখনই সম্ভব হতে পারে যখন বাহ্য বিষয়কে জ্ঞানের আকার বলে স্বীকার করা হবে। কারণ জ্ঞানের যেকোন আকারের পক্ষে জ্ঞানের সমকালীন হতে কোন অসুবিধা নেই।

৮) আমরা জানি, বস্তুর জ্ঞান বস্তুর অস্তিত্ব ভিন্ন সম্ভব নয়। কিন্তু যোগাচারবাদীগণ বলেন, এই যুক্তি অসিদ্ধ। কারণ বৌদ্ধ মতে, বস্তুর অস্তিত্ব ক্ষণস্থায়ী। তাই বস্তুর অস্তিত্বের পর তার জ্ঞান হতে গেলে জ্ঞানই সম্ভব হবে না। কারণ ততক্ষণে ক্ষণিকত্ববাদের নিয়মানুযায়ী বস্তুটি থাকবে না। তবে যদি বিষয়কে জ্ঞানাকার বলে স্বীকার করা হয়, তাহলে আর এ অসুবিধা ঘটে না। কারণ, তখন জ্ঞানের আর কোন বাহ্য বিষয়ের উপর নির্ভরশীল হওয়ার দরকার নেই। ফলে বস্তু ক্ষণিক হলেও জ্ঞান লাভে কোন অসুবিধা হয় না।

৯) জ্ঞানাতিরিক্ত বাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করলে, বস্তুটি হয় নিরবয়ব হবে, না হয় সাবয়ব হবে। যদি বাহ্য বস্তুটি নিরবয়ব হয়, তাহলে তা সূক্ষ্ম বলে তার প্রত্যক্ষ সম্ভব নয়। আবার যদি বস্তুটি সাবয়ব হয়, তাহলেও তার প্রত্যক্ষ সম্ভব নয়। কারণ, অবয়বগুলির প্রতিটি সূক্ষ্ম ও নিরবয়ব। তাই তা প্রত্যক্ষ করা যায় না। যোগাচারবাদীদের মতে, বিষয়মাত্রকেই জ্ঞানের আকার বললে বিষয়ের নিরবয়বতা বা সাবয়বতার প্রশ্ন ওঠে না।

১০) যোগাচারবাদীগণ বলেন, যা প্রত্যক্ষভাবে জ্ঞাত, তারই সত্তা সম্পর্কে অভ্রান্তভাবে নিশ্চিৎ হওয়া সম্ভব। বাহ্যবস্তুর পক্ষে তা সম্ভব নয়। একমাত্র আকারই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয়। যেহেতু যুক্তি ও তথ্যের দিক থেকে বাহ্য বস্তু অসিদ্ধ। তাই প্রত্যক্ষজ্ঞানে প্রকাশিত আকারকে জ্ঞানেরই আকার বলতে হবে। এতে করে বিষয়ের প্রত্যক্ষ জ্ঞান সম্পর্কিত সমস্যার সমাধান হয়ে যায়।

এখন প্রশ্ন হতে পারে, বাহ্য বস্তুর যদি কোন অস্তিত্ব না থাকে, সবই যদি ব্যক্তির জ্ঞান নির্ভর হয়; তাহলে আমরা যখন যা খুশি বিষয় বা বস্তুর জ্ঞান লাভ করতে পারি। কিন্তু তা অসম্ভব। এর উত্তরে যোগাচারবাদীগণ বলেন, আমাদের মন ক্ষণিক মানসিক অবস্থার একটি প্রবাহ। এই প্রবাহে সমস্ত অতীত অভিজ্ঞতার সংস্কার প্রচ্ছন্ন অবস্থায় থাকে। একটি বিশেষ সময়ে একটি বিশেষ সংস্কার প্রকট হয়ে একটি বিশেষ বস্তুর জ্ঞান সম্ভব করে তোলে। আর তাই একটি বিশেষ সময়ে একটি বিশেষ বস্তুরই জ্ঞান হয়ে থাকে। যোগাচারবাদীগণের মতে, আমাদের যাবতীয় অতীত অনুভবজনিত সংস্কারের আলয় বা আশ্রয় হল আলয়বিজ্ঞান।

এখন যোগাচারবাদীদের বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব খন্ডনে উক্ত যুক্তিগুলির বিরুদ্ধে অন্যান্য বৌদ্ধ দার্শনিকদের যুক্তগুলি হল :

১) বাহ্যবস্তুর প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ক্ষেত্রে যোগাচারবাদীদের যুক্তি হল, 'ভ্রান্তির জন্য বিজ্ঞান বাহ্য বস্তু বলে প্রতিভাত হয়'। কিন্তু সৌত্রান্ত্রিকগণ এই মত গ্রহণ করতে রাজি নন। তাঁরা বলেন, বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার না করলে বলা যাবে না যে বিজ্ঞান বাহ্যবস্তুর মতো প্রতিভাত হয়। যার অস্তিত্বই নাই তার অন্য কারুর মতো প্রতিভাত হয় - একথা বলা যায় না। মৎস্যকন্যা অলীক। আর সেজন্য আমরা কখনোই বলি না যে 'অনসূয়াকে মৎস্য কন্যার মতো দেখায়'।

২) আমরা যখন কোন বিষয় জানি, তখন তা জ্ঞানাতিরিক্ত বলেই জানি। ঘটজ্ঞানের ক্ষেত্রে ঘট জ্ঞানাতিরিক্ত বাহ্য বিষয় এবং জ্ঞানকে ‘আমার জ্ঞান’ বলি। জ্ঞানাতিরিক্ত বিষয় স্বীকার না করলে ঘটজ্ঞান, পটজ্ঞান প্রভৃতি জ্ঞানের পার্থক্য করা অসম্ভব হত। আমাদের বিভিন্ন জ্ঞানের পার্থক্য কেবল বিষয়ের পার্থক্য অনুসারে নির্ণয় করা সম্ভব। সৌত্রান্ত্রিকগণ বলেন, জ্ঞাত ঘট যদি জ্ঞানের সঙ্গে অভিন্ন হত, তবে ‘এই ঘট’ না বলে ‘জ্ঞানই ঘট’ বলতে হত। কিন্তু একথা বলা যায় না। তাই বাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করতেই হবে।

৩) যোগাচারবাদীগণ সহোপলব্ধি নিয়ম জন্য জ্ঞান ও জ্ঞেয়কে অভিন্ন বলেন। কিন্তু সৌত্রান্ত্রিকগণ বলেন, এই নিয়ম জ্ঞান ও জ্ঞেয়র অভিন্নতা প্রমাণ করে না। তাঁরা বলেন, জ্ঞান ও জ্ঞেয়র ভেদ সকলেরই প্রত্যক্ষ ও অনুভবসিদ্ধ। জ্ঞান ও জ্ঞেয় কখনোই একদেশ ও এককালে থাকতে পারে না। আমরা জানি বিষয় পূর্ববর্তী, জ্ঞান পরবর্তী। অতএব তারা কখনোই অভিন্ন হতে পারে না।

৪) কোন বিষয়ের জ্ঞান লাভের পরে সফল প্রবৃত্তির দ্বারা বিষয়টিকে পাওয়ার জন্য এবং বিফল প্রবৃত্তির দ্বারা তা বর্জনের জন্য আগ্রহী হই। কিন্তু বাহ্য বিষয়ের যদি কোন অস্তিত্বই না থাকে, তাহলে এই নিয়মের ব্যাখ্যা দেওয়া অসম্ভব।

৫) বাহ্য সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার না করলে, আমাদের জ্ঞানের বৈচিত্র্যের ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়। বাহ্যবস্তু না থাকলে বিভিন্ন জ্ঞানগুলিকে পরস্পরের থেকে পৃথক করা যাবে না। ঘট, পট যদি বাহ্য বিষয় না হবে, কেবল জ্ঞান হবে, তাহলে ঘটজ্ঞানের সঙ্গে পটজ্ঞানের কোন পার্থক্য নির্ণয় করা যাবে না। কারণ সবই তো জ্ঞান। আসলে জ্ঞানাতিরিক্ত বাহ্য বিষয়ের বৈচিত্র্যহেতু জ্ঞানের বৈচিত্র্য।

৬) আমরা যখন যেখানে খুশী বাহ্য বিষয়ের জ্ঞান লাভ করতে পারি না। বিশেষ স্থানে বিশেষ কালে বিশেষ বস্তু প্রত্যক্ষ করি। ঘটের জায়গায় পটকে, পটের জায়গায় ঘটকে প্রত্যক্ষ করি না। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে জ্ঞানাতিরিক্ত ঘট, পটাদির অস্তিত্ব আছে।

৭) কিন্তু বিজ্ঞানবাদীগণ বাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব অস্বীকার করে সংস্কারের মাধ্যমে বিষয়টির সমাধান করেছেন। আমাদের ঘটজ্ঞান, পটজ্ঞান ইত্যাদি জ্ঞানের মূলে আছে, অতীত জীবনের অনুরূপ জ্ঞানের সংস্কার। কিন্তু এরকম বললে ঐ জ্ঞানের কারণ হিসাবে তার পূর্ব জীবনের সংস্কার স্বীকার করতে হবে। আর এইভাবে আতীত জ্ঞানের দ্বারা বর্তমান জ্ঞানের উৎপত্তির ব্যাখ্যা দিলে অনবস্থা দোষ(infinite regress) ঘটে থাকে। কিন্তু বস্তু জ্ঞানের কারণ হিসাবে যদি বাহ্য বস্তুর সত্তা স্বীকার করে নেওয়া হয়, তাহলে আর কোন দোষ হয় না।

পরিশেষে আমরা বলতে পারি, বিজ্ঞানবাদীদের বিজ্ঞানবাদ সম্পর্কে উক্তরূপভাবে সমালোচনা করা হলেও তাঁদের জ্ঞান সম্পর্কীয় ব্যাখ্যা জ্ঞানতত্ত্বের জগতে একটি নতুন দিগন্তের সন্ধান দিয়েছে, যা পরবর্তীকালে আমরা আধুনিক প্রত্যক্ষবাদী পাশ্চাত্য দার্শনিক জর্জ বার্কলের জ্ঞান সম্পর্কীয় ব্যাখ্যাতে দেখতে পাই।

অধ্যাপক বিবেকানন্দ সাউ
দর্শন বিভাগ
বিদ্যানগর কলেজ